দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে বিনামূল্যে চাল বিতরণ

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চাল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় এ চাল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় প্রতিটি পরিবারকে ১০ কেজি করে চাল দেওয়া হয়। মোট ২,৬৮৮ জন উপকারভোগীর মাঝে এ চাল বিতরণ করা হয়।

চাল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ওবায়দুল হক, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান এবং ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, আব্দুল হান্নান পটু, রিকাত আলীসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ।

চাল বিতরণ কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান।

জীবননগরের কৃতি সন্তান মাহমুদ হাসান খান বাবু বিজিএমইএ

সভাপতি হওয়ায় শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃতি সন্তান ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় জীবননগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল এবং জীবননগর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ময়েন উদ্দিন মঈন, যুবদলের সদস্যসচিব কামরুজ্জামান, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক হযরত আলী, সদস্যসচিব মনির হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সুজন খন্দকার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হেজবুল্লাহ, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান ও সদস্যসচিব মকছেদুর রহমান রিমন হোসেন যৌথভাবে এক বার্তায় এ শুভেচ্ছা জানান।

এছাড়া, জীবননগর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও মাহমুদ হাসান খান বাবুকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম. আর. বাবু, সাধারণ সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্চলসহ সকল সদস্য এক বিবৃতিতে তার সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেন এবং তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা আকাশ হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ট্রেন আটকে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের আব্দুল গাফফার আকাশ হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ট্রেন আটক করে মানববন্ধন করা হয়েছে।

উথলী ইউনিয়নবাসী ও শোকার্ত পরিবারের ব্যানারে রোববার সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত উথলী রেলস্টেশনে ২ ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করা হয়।

এসময় খুলনা হতে রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ ট্রেন সকাল ৯টা ২০ মিনিটের সময় উথলী রেলস্টেশনে পৌঁছালে মানববন্ধনের কারণে ট্রেনটি আটকা পড়ে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্য, পুলিশ এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষার পর ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

এলাকাবাসী জানায়, রোববার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সেনেরহুদা গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় লোকজন মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। আকাশ হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় তারা। দাবি পূরণ না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় মানববন্ধন থেকে। সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ ট্রেন থামিয়ে ট্রেনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে তারা।

মানববন্ধনে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, সেনেরহুদা জান্নাতুল খাদরা দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মহিউদ্দিন, নিহত আকাশের বাবা জিন্নাত আলী বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তারা বলেন, আকাশকে পরিকল্পিতভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এ হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।

উল্লেখ, গত ২১ মে কপোতাক্ষ ট্রেনযোগে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে জয়রামপুর আখ সেন্টারের নিকট রেল লাইনের পাশে পড়ে ছিল গাফফার আলী আকাশ (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ। এলাকাবাসীর ধারণা ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

আকাশ জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের জিন্নাত আলীর একমাত্র ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। পরদিন চুয়াডাঙ্গার সকল আঞ্চলিক পত্রিকাসহ কিছু জাতীয় পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ প্রচার করা হয়।

এদিকে আকাশের মৃত্যুর কয়েকদিন পর মৃত্যুর ঘটনার নতুন মোড় নেয়। পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য। পরিবারের দাবি, একটি

সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকে নিছক দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজশাহী থেকে খুলনাগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিইসহ রেলওয়ে পুলিশ ও এটেনডেন্টরা আকাশকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে বলে নিহত আকাশের পিতা জিন্নাত আলী দাবি করেছেন।

এ ঘটনায় নিহত আকাশের পিতা জিন্নাত আলী বাদি হয়ে গত ২১ মে ওই ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা ২ জন রেলওয়ে পুলিশ, ১ জন টিটিই এবং ২ জন এটেনডেন্টকে আসামি করে চুয়াডাঙ্গা আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

আসামিরা হলেন- ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিই লালন চক্রবর্তী (৪২), রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক পারভেজ (৩৬), কনস্টেবল কাদের (৪০), এটেনডেন্ট মিলন (৩৭) ও সোহাগ মিয়া (৩৬)।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গাফফার আলী আকাশ অফিস শেষে প্রতিদিনের মতো কপোতাক্ষ ট্রেনযোগে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। ঘটনার দিন কপোতাক্ষ ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিই, রেলওয়ে পুলিশ ও এটেনডেন্টরা টিকিট না কেটে উঠা যাত্রীদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করছিলেন এবং তাদের কাছে অবৈধভাবে অনেক টাকা দাবি করছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় রেলওয়ে পুলিশসহ অন্যরা আকাশকে টেনে-হেঁচড়ে দরজার কাছে নিয়ে যায় এবং জয়রামপুর রেল স্টেশনের নিকট দরজা থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এ মামলায় ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রী স্বাক্ষীও প্রদান করেছেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কপোতাক্ষ ট্রেনের একই বগিতে থাকা একাধিক যাত্রীর কাছ থেকে তথ্য পেয়ে আকাশ হত্যার সঠিক বিচার পাওয়ার জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবার। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষদর্শী এক যাত্রীর সাথে কথোপকথনের কল রেকর্ড হাতে পাওয়া গেছে। রেকর্ডে রাজশাহী থেকে ওঠা ওই ট্রেনের এক যাত্রী বলেছেন, আমরা ওই ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে ৭১ নম্বর সিটে বসে ছিলাম। এক পর্যায়ে দেখতে পাই লাল গেঞ্জি পরিহিত একটা ছেলেকে (আকাশ) বগিতে দায়িত্ব থাকা কয়েকজন লোক টেনে হেঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দরজার কাছে নিয়ে যাওয়ার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই ওই ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ছেলেটার মাথা নিচের দিক দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সেখানে দুইজন পুলিশ উপস্থিত ছিল। তাদের সামনেই এই ঘটনা ঘটে।

কল রেকর্ডে আরও শোনা যায়, তারা দর্শনা হল্ট স্টেশনে নামার পর ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা কাদের নামের এক পুলিশের কাছে জানতে চায়, ছেলেটার অপরাধ কি ছিল? পুলিশ কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যায়।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আকাশ অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিলে। তার অকাল মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

দর্শনা ইমিগ্রেশনে আওয়ামী লীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহের আওয়ামী সরকারের সাবেক জিপি ও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিকাশ কুমার ঘোষকে অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসা শেষে দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে ভারত থেকে ফেরার সময় দর্শনা ইমিগ্রেশন বিভাগের পুলিশ আটক করেছে।

গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৪ টায় তাকে আটক করা হয়। বিকাশ কুমার ঘোষ (৫০) ঝিনাইদহের খর্দ এলাকার বিমল কুমার ঘোষের ছেলে। এ সময় তার সাথে স্ত্রী ও মেয়ে ছিল।

দর্শনা চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ মোঃ রমজান আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান- সাবেক জিপি বিকাশ কুমার ঘোষের পাসপোর্টে গত ১৫ মে ভারতে যাবার পর ব্ল্যাক লিস্টেড হওয়ায় তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত ৫ আগস্ট বিস্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। তিনি হাইকোর্টের জামিন আছেন দাবী করলেও আমাদের কাছে কোন আপডেট নেই, সংগত কারণেই তাকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশের নিকট বিকাল সোয়া ৫টায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বিপুল কুমার ঘোষ এই প্রতিবেদকের নিকট দাবী করেন- তিনি জিপি থাকলেও তেমন কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড করেননি এবং গত ৯ মার্চ থেকে ৬ মাসের জামিনে আছেন। এ সময় তাকে অশ্রু সিক্ত দেখা যায়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর জানান, তার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ থানায় ভাংচুর ও বিষ্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। সংগত কারণেই তাকে ঝিনাইদহ পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহের গণমাধ্যম কর্মীরা জানান- বিকাশ কুমার ঘোষকে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর সহযোগীতায় নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মের মাধ্যমে জিপি করা হয়। তাকে ব্যবহার করে মিন্টু বাহিনী ঝিনাইদহে শত শত বিঘা সরকারি সম্পত্তি নিজেরা দখল করে নেয় এবং বিরোধীদলের নেতা কর্মীরা তার কারণে আইনী সহযোগীতা থেকে বঞ্চিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবি’র মাদক বিরোধী অভিযান, আটক-২

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি’র মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের সাহাজুলের ছেলে শামীম হোসেন (৩৮) ও দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আমিনুল ইসলামকে (৩১) আটক করেছে।

বিজিবি জানায়, গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ হাইওয়ে সড়কের জাফরপুর বাজারের পাশে এ্যাম্বুশ করে। এসময় বিজিবি আভিযানিক দল সন্দেহভাজন ০২ জন মোটরসাইকেল আরোহীকে ঝিনাইদহ অভিমুখে যেতে দেখে চ্যালেঞ্জ করে।

সে সময় বিজিবিকে দেখে টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটর সাইকেল আরোহীগণ পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি আভিযানিকদল তাদেরকে ধাওয়া করে চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ মহাসড়কের বদরগঞ্জ নয় মাইল নামক স্থান হতে আটক করে। বিজিবি তাদের মোটরসাইকেল ও ব্যাগে থাকা ১০ কেজি গাঁজা ও ২০ বোতল ফেনসিডিলসহ তাদেরকে আটক করে।

এ ঘটনায় নায়েক জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা মাদক আইনে মামলা করেছে। গতকালই তাদের দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

জীবননগরে শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বাষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে সাবেক রাষ্টপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বাষিকী পালিত হয়েছে।আজ শুক্রবার বিকালে জীবননগর উপজেলা পৌর সভার ৭নং ওয়াড বিএনপির আয়োজনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বাষিকী উপলক্ষে জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এ দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর পৌরসভার ৭নং ওয়াড বিএনপির সভাপতি মোঃ মজনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহবায়ক ময়েন উদ্দিন মঈন।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর পৌরসভার ৭ নং ওয়াড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিকুল ইসলাম খোকা, জীবননগর পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক ,আনোয়ার হোসেন,জীবননগর পৌর সভার ৭ নং ওয়াড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুকুল হোসেন,ছাত্রনেতা হাসান আলী,যুবদল নেতা সুমন হোসেন ।উক্ত অনুষ্ঠানটি সাবিক পরিচালনা করেন যুবদল নেতা আক্তার হোসেন।

দর্শনায় কেরুজ বাংলামদসহ একজন

গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫১ লিটার কেরুজ বাংলা মদসহ ঈশ্বরচন্দ্রপুরের হাসিবুলকে (৩০) গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

এ বাংলামদ উর্দ্ধারের পর জনমনে নানা প্রশ্ন জেগেছে হাসিবুলের নিকট ৫১ লিটার কেরুজ বাংলামদ কি ভাবে এল? কোথায় পেল এত মদ?

জানাযায়, গত মঙ্গলবার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা বাসষ্ট্যান্ডপাড়া মদন মার্কেটের সৌখিন জুয়েলার্সের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় পুলিশ ৬টি প্লাস্টিকের কন্টেইনার ও মোটরসাইকেলসহ দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর দক্ষিন পাড়ার মৃত্য সামসুল ইসলামের ছেলে হাসিবুলকে গ্রেফতার করে।

পরে পুলিশ কন্টেইনার চেক করে ৫১ লিটার কেরুজ বাংলা মদ উদ্ধার করে। গ্রেফতারকৃত হাসিবুলের বিরুদ্ধে মামলাদায়ের পূর্বক মালামালসহ আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। কেরুজ এ বাংলামদ উর্দ্ধারের পর জনমনে প্রশ্ন জাগে হাসিবুল কোথায় পেলো এত বাংলামদ?

কে তার কাছে বিক্রি করার জন্য দিয়ে ছিলো এসব মদ? তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, বাংলামদের এচালান ময়মনসিংহ ওয়্যার হাউজ থেকে কেরুজ শ্রমিক নেতার হাত ধরে ঈদের বাজার সামনে রেখে হাসিবুলের নিকট এসেছে এসব অবৈধ্য মালামাল।

হাসিবুলকে রিমাণ্ডে নিয়ে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে পড়বে থলের বিড়াল। কারণ এত মদ ডিস্টিলারী থেকে বের হবার কোন সুযোগ নেই।

তবে ঘটনার পর থেকে সাবেক শ্রমিক নেতা অধ্যাক্ষর ‘শ’ নামের একজন সাবেক শ্রমিক মেম্বরের নাম জোরেসোরে উচ্চারণ হচ্ছে। তাই সচেতন মহলের প্রশ্ন পুলিশ কি হাসিবুলকে রিমাণ্ডে এনে প্রকৃত মদরে মালিকের সন্ধান বের করবেন? তবে পুলিশ এঘটনায় হাসিবুলসহ অজ্ঞাত কয়েকজন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী নামে মামলা দায়ের করেছেন।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার এস আই মাসুদ বলেন,একজনের নাম উল্লেখ করে ৫/৭ জনের বিরুদ্ধে অজ্ঞাত মামলা দায়ের করা হয়েছে।তবে আমরা খুব

শ্রীঘই মৃল আসামীকে গ্রেফতার করবো।

দামুড়হুদায় শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালিত

দামুড়হুদা উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দামুড়হুদা ব্রীজ রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ে জাতীয়, দলীয় ও শোক পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিবসটির কর্মসূচির শুরু করা হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ছালমা জাহান পারুল, দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম লিটন, উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আতিয়ার রহমান চুন্নু, রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল আলম প্রমুখ।

এছাড়া উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দিনভর চলা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল, স্মরণ সভা ও দরিদ্রদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির

সভাপতি আব্দুর রহিম, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, কার্পাসডাঙ্গা দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম লিটন, উপজেলা কৃষকদলের নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় নিম্ন চাপের কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় গত দুই দিনের টানা নিম্ন চাপের কারণে বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি ও নিম্নাঞ্চলে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

দর্শনা পৌরসভার পরানপুর নলগাড়ী মাঠে গিয়ে দেখা যায় এক কৃষক তার বীজতলাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে। পানিতে ডুবে থাকা বীজতলার চার পাশে বাঁধ দিয়ে পানি সেচে বীজতলা জাগিয়ে তুলার চেষ্টা করছে। পরানপুর গ্রামের কেসমত আলীর ছেলে কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, আমি ২ বিঘা ১০ কাঠা জমিতে রোপা আমন ধান রোপন করার জন্য ২ কাঠা জমিতে খাটোবাবু ও ৮৯ ধানের বীজতলা করেছি। গত দুই দিনের বৃষ্টিতে পানির নীচে তলিয়ে গেছে।

আমি গত দুই দিন ধরে বৃষ্টি থামলেই থালা নিয়ে চলে আসছি বীজতলার পানি সেচতে। শেষ পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেছে বীজতলা। আজ আবার শেষ চেষ্টা করছি জানি না বীজতলা রক্ষা করতে পারবো কিনা। এছাড়া পারানপুর গ্রামের নবাই মন্ডলের ছেলে মহসিন আলী জানান, আমি ৬ বিঘা পেঁপের চাষ করেছি। গত দুই দিনের বৃষ্টিতে জমিতে পানি জমে পেঁপে গাছগুলো মরে গেছে।

এভাবে বৃষ্টি হলে জমির সকল পেঁপে গাছ মারা যাবে। ফলে আমার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকতার্ কৃষিবিদ শারমিন সুলতানা এর নিকট এলাকায় কি কি ফসলের ক্ষতি হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিশেষ করে নিম্ন অঞ্চলের জমিতে পেঁপে, সধ্য বিজতলা, সদ্য লাগানো রোপা আমন ধান, মরিচ, কলা বাগান, পাট

ও আখের ক্ষেত পানিতে ডুবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে ক্ষতির পরিমান কিছুটা কম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌর এলাকার মোহাম্মদপুর ও বিজিবি ক্যাম্প পাড়ার কিছু নিম্নাঞ্চল জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের কর্মমতার্ আবহাওয়া বিদ মোঃ জামিনুর রহমান জানান গভীর সাগরে নিম্নচাপের ফলে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে আজ শুক্রবার বেলা ১২টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনাসহ বিভিন্ন স্থানে ৪৮ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামিকাল শনিবার পর্যন্ত আরো বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর বৃষ্টিপাত কুমে আসবে বলে আসা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশিদের ‘পুশইন’ বন্ধে বিজিবির কড়া বার্তা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকে ‘পুশইন’ বন্ধে কঠোর আপত্তি জানিয়েছে বিজিবি। বিজিবি বলেছে, ভারতে অবৈধভাবে অভিবাসনকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ফেরত পাঠানো আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

বুধবার দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন দর্শনা বিওপির মেইন পিলার ৭৬ এর শূন্য রেখায় এ অনানুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক হয়। এতে বিজিবি পক্ষে নেতৃত্ব দেন ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান এবং বিএসএফ পক্ষে ৩২ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সুজিত কুমার।

বৈঠকে বিজিবি কমান্ডার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, সীমান্ত পেরিয়ে গোপনে কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে পাঠিয়ে দেওয়া ‘পুশইন’ একটি গুরুতর অনিয়ম। তিনি বলেন, “এটা সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।”

তিনি বিএসএফ কমান্ড্যান্টকে অনুরোধ করেন, কোনো বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজন হলে, তা যেন সঠিক প্রক্রিয়ায় বিজিবিকে অবহিত করে, তালিকা হস্তান্তর এবং পরিচয় যাচাই সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে বিএসএফ কমান্ড্যান্ট জানান, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য লোকাল কমান্ডারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে।

বৈঠকে সীমান্ত হত্যা বন্ধ, চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, যৌথ টহল বৃদ্ধি, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়েও দু’পক্ষ একমত হয়।

বৈঠক শেষে দুই দেশের কমান্ডাররা মেইন পিলার ৭৬ পরিদর্শন করেন। পতাকা বৈঠকটি সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয়।